স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি

HEALTH & SAFETY POLICY

পলিসির নাম	:	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক	:	বিভাগীয় প্রধান - এইচ আর সি
বাস্তবায়নকারী	:	প্রশাসন, এইচ আর ও কমপ্লায়েন্স, ওয়েল ফেয়ার অফিসার ও সকল বিভাগীয় প্রধান
প্রনয়নের তারিখ	:	০১/০১/২০০৮ ইং
সর্বশেষ সংশোধনী	:	০১/০১/২০২৩ ইং
পূন-বিবেচনা / সংশোধন	:	শ্রম আইনের সংশোধন, প্রয়োজন সাপেক্ষে বা বায়ারের প্রয়োজন অনুসারে।

০১.<u>সংজ্ঞা(Definition)</u>ঃ শরীর সুস্থ থাকার নামই স্বাস্থ্য এবং ঝুঁকিমুক্ত কর্ম পরিবেশই হচ্ছে নিরাপত্তা।

১.১ <u>অঙ্গীকার (Commitment)</u>ঃ আল মুসলিম গ্রুপ এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা- ২০১৫ (সংশোধনী ২০২২) আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ও বায়ারের আচরণ বিধি অনুসরণ করে কারখানার অভ্যন্তরে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১.২ <u>আইনের বিধান (Provision of law)</u>ঃ আল- মুসলিম গ্রুপ এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা ৫২,৫৩,৫৬,৫৭,৫৮,৫৯,৬০,৬৩,৬৬,৭২,৭৮(ক), ৮৯ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ (সংশোধনী ২০২২) এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধিমালা, আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুসারে অত্র কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

১.৩ <u>উদ্দেশ্য(Purpose)</u>ঃ কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের একটি সুন্দর, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শতভাগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যই এ নীতিমালা প্রণীত।

১.৪ <u>লক্ষ্য(Vision of the policy)</u>ঃ আল-মুসলিম গ্রুপে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ নীতিমালা প্রণীত।

১.৫

<u>অনুমোদনক্রমে-</u>	<u>অনুমোদনের তারিখঃ</u>
Al-Muslim Group ★ Savar, Dhaka. ★ গ্রুপ নির্বাহী পরিচালক / ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১/০১/২০২৩

২. <u>Organization chart with their defined role & responsibilities:</u>

আল- মুসলিম গ্রুপ কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠন করেছে যা নিম্নরূপঃ

Organization

Group Executive Director

Head Of- HR& Compliance

AGM/Manager – HR& Compliance

S G M/GM/ AGM - Admin

Medical officer

Welfare officer

Nurse

Section Chief

কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	পদ	দায়িত্ব ও কর্তব্য
০১	সভাপতি ঃ গ্রুপ নির্বাহী পরিচালক	অত্র প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি দিক নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান করেন।
০২	সহ সভাপতিঃ বিভাগীয় প্রধান এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স	তিনি কারখানায় কর্মরত সকলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
০৩	সাংগঠনিক সম্পাদকঃ এজিএম/ ম্যানেজার এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স	কারখানায় কর্মরত সকলকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিবেন এবং প্রত্যেক শাখা বা বিভাগ এর সাথে সমন্বয় সাধন করেন।
০৪	সদস্যঃ সিনিয়র জি এম/ জি এম/ এ জি এম-প্রশাসন	তিনি কারখানায় কর্মরত সকলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
০৫	সদস্যঃ মেডিকেল অফিসার	তিনি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার জন্য ট্রেনিং ও মিটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
০৬	সদস্যঃ ওয়েলফেয়ার অফিসার	কারখানায় কর্মরত শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাথে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার জন্য মিটিং, ট্রেনিং ও মোটিভেশনাল কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তাদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা নিরসনে পরামর্শ প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
০৭	সদস্যঃ নার্স	কারখানায় কর্মরত শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাথে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার জন্য মিটিং, ট্রেনিং ও মোটিভেশনাল কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তাদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা নিরসনে পরামর্শ প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শ্রমিক অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় ওষধ ও সেবা নিশ্চিত করেন।
০৮	সদস্য ঃ সেকশন/শাখা প্রধান	কারখানায় কর্মরত শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সেকশন প্রধান মিটিং ও মোটিভেশন অব্যাহত রাখেন।

০৩.নীতিমালা প্রয়োগ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া (Routines & procedures)ঃ

আল মুসলিম গ্রুপ কর্তৃপক্ষ কারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করে থাকেঃ

৩.১ বাস্তবায়ন রুটিন (Implementation Routines)ঃ

কার্যাবলী (কি?)	কার্যপ্রনালী (কিভাবে)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (কে করবেন)	কার্যকাল (কখন)	সময়সীমা
ময়লা ও আবর্জনা অপসারণ।	১। ধারা ৫১ (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ময়লা ও আবর্জনা অপসারণের উপযুক্ত পন্থা হিসাবে ঢাকনা দেওয়া বাক্সে ইহা অপসারণ করা হয়। যাতে উক্ত আবর্জনা হতে দুর্গন্ধ বা জীবাণু বিস্তার করতে না পারে। ২। ধাতব পদার্থ, উৎকট গন্ধময় আবর্জনা, রাসায়নিক আবর্জনা ও মেডিকেল আবর্জনা ভিন্ন ভিন্নবাক্সে প্রতিদিন নিয়মিত অপসারণ করা হয়।। কাটিং সেকশনের ময়লা ও ধুলাবালি তাৎক্ষনিকভাবে অপসারণ করা হয় এবং উক্ত	ম্যানেজার- এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ও ম্যানেজার-ক্লিনিং।	কর্মকালীন সময়ে।	সার্বক্ষণিক।

প্রধান কার্যালয়ঃ ১৪,গেন্দা,কর্ণপাড়া,উলাইল,সাভার,ঢাকা,বাংলাদেশ। টেলিফোন (৮৮০-২)৭৭৪৩৫৯৮-৬০৪ (৮৮০-২) ৭৭৪১৫৭৬-৫৭৮, ফাক্স (৮৮০-২)৭৭৪২৮২৪।

	সেকশনের সকল শ্রমিকের মুখে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।			
ধৌতকরণ।	ধারা ৫১ (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক কর্ম কক্ষ নিম্নরূপভাবে ধৌত করা হয়। যথা: ক। অবস্থা ভেদে এবং কাজের প্রকৃতি ভেদে ইহা পানি দ্বারা ধৌত অথবা রাসায়নিক পদার্থ, তরল বা সলুশোন দ্বারা জীবাণু নাশ করা। (খ) অবস্থা ভেদে ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া। (গ) প্রয়োজনবোধে জীবানুনাশক ব্যবহার করা।	ম্যানেজার-ক্লিনিং।	কর্মকালীন সময়ে।	সার্বক্ষণিক।
পানি নিষ্কাশন।	ধারা ৫১(গ) অনুযায়ী অত্র প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে মেঝে বা কর্মকক্ষ ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে (ক) উক্ত মেঝে অবশ্যই অভেদ্য পদার্থ (Impervious material) দিয়ে নির্মিত হয়। (খ) উক্ত মেঝের নির্মাণ কৌশল ঢালু বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে কারখানার মূল নর্দমা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত রাখা হয়। যাতে নিষ্কাশিত পানি অথবা কোন তরল পদার্থ মেঝেতে জমে থাকতে না পারে।	এ জি এম- প্রশাসন ম্যানেজার-ক্লিনিং।	কর্মকালীন সময়ে।	সার্বক্ষণিক।
চুনকাম ও রং করা।	দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিড়ি ও যাতায়াত পথ রং বা বার্নিশ করা থাকলে এবং বর্হিভাগ মসৃণ হলে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার উহা পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। উক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করার তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে এবং ফরম ২০ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে।	এ জি এম- প্রশাসন ও ইনচার্জ- পেইন্টিং।	কর্মকালীন সময়ে।	প্রতি ১২ মাস পর, ক্ষেত্র বিশেষে ১৪ মাস।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রেজিষ্টার সংরক্ষণ।	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়।	কল্যাণ কর্মকর্তা।	কর্মকালীন সময়ে	প্রযোজ্য নয়
বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা	১। ধারা ৫২ (২) অনুযায়ী অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালার ব্যবস্থা রয়েছে।	ম্যানেজার - এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ও এজিএম- প্রশাসন।	কর্মকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।
ধুলাবালি ও ধোঁয়া	১। ধারা ৫৩(১) বাস্তবায়নের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানে বা কর্মকক্ষে উৎক্ষিপ্ত ধূলা-বালি ও ধোঁয়ার কার্যকর নির্গমনের লক্ষ্যে 'ডাস্ট সাকার' সহ উপযুক্ত নির্গমন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। ২। কর্মস্থলে ধূলা-বালি ও ধোঁয়াময় স্থানে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি মাস্ক ব্যবহার করে।	ম্যানেজার - এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ও এজিএম- প্রশাসন।	কর্মকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।
বর্জ্য পদার্থ অপসারণ।	১। ধারা ৫৪ অনুযায়ী সকল বর্জ্য ও তরল অপসারণের ব্যবস্থা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	এ জি এম-প্রশাসন ও	কর্মকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।

	দেশের প্রচলিত আইনানুগ বিধি-বিধান ও নির্দেশনা অনুযায়ী রয়েছে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পরিদর্শকের নিকট দাখিল করা হয়। ২। পরিদর্শক প্রয়োজন মনে করলে শ্রমিকের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বর্জ্য অপসারণে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ৩। তরল বর্জ্য ও পানি বহনকারী সকল নর্দমা অভেদ্য মাল-মশলা দ্বারা মজবুত ও টেকসইভাবে উপযুক্ত ঢাকনাযুক্ত অবস্থায় নির্মাণ করা আছে।	ম্যানেজার-ক্লিনিং।		
আলোক ব্যবস্থা	প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অংশে যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করেন বা যাতায়াত করেন সেখানে যথেষ্ট স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয়বিধ আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকক্ষ আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল কাঁচের জানালার উভয় পার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আছে এবং যতদূর সম্ভব প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কোন স্বচ্ছ পদার্থ বা বাতি হতে বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত আলোকচ্ছটা বা কোন শ্রমিকের চোখের উপর চাপ পড়তে পারে বা তার দূর্ঘটনার ঝঁকি থাকতে পারে এরুপ কোন ছায়া সৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে।	এজিএম/ম্যানেজার -ইলেকট্রিক্যাল ও ইউটিলিটি এবং জিএম/এজিএম-প্রশাসন।	কর্মকালীন সময়ে।	সার্বক্ষণিক।
পান করার পানি	১। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা-৫৮ অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিকের পান করার জন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে বিনা মূল্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ২। প্রত্যেক পানি সরবরাহের স্থানকে বাংলায় “পান করার পানি” কথাগুলো লিখে দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। ৩। পান করার পানি সংরক্ষণের স্থানটি প্রতিষ্ঠানের কোন ধৌতাগার, প্রক্ষালন কক্ষ অথবা শৌচাগার হইতে অন্যূন ৬ মিটার দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে। ৪। (ক) সরবরাহকৃত খাবার পানি যথাযথ কতৃপক্ষের দ্বারা নিয়মিত পরীক্ষা করানো হয়। (খ) জীবাণুমুক্ত উপযুক্ত পাত্রে রাখা হয়। (গ) প্রতিদিন কমপক্ষে একবার বদলানো হয়। (ঘ) সকল প্রকার সংক্রমণ হতে মুক্ত রাখার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ৫। যে স্থানে শ্রমিকদের পান করার পানি সরবরাহ করা হয়, সেই স্থানে আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-	ম্যানেজার-এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, জিএম/এজিএম-প্রশাসন ও ডেপুটি ম্যানেজার - প্লাম্বার।	কর্মকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।

	পরিচ্ছন্ন এবং নালা সংযুক্ত অবস্থায় আছে। ৭। প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করলে প্রতি বছর ১ এপ্রিল হতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকদের ক্যান্টিন, খাবার ঘর এবং বিশ্রাম ঘরে পান করার জন্য যে পানি সরবরাহ করা হয় তা পানি ঠাণ্ডাকরণ যন্ত্র (Water Cooler) অথবা অন্য কোন কার্যকর পন্থায় ঠাণ্ডা করে সরবরাহ করা হয়। ৮। প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত কোন যন্ত্রের কারণে যদি এমন তাপ সৃষ্টি হয় যা সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত তাপ উদ্রেক করে তা হলে উক্ত যন্ত্রের সন্নিকটে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য ধারা ৫৮(৪) অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন অথবা গুড় বা চিনির শরবত সরবরাহ করা হয়। এই গুড় বা চিনি মিশ্রিত শরবতের পরিমাণ প্রতি শ্রমিকের জন্য দৈনিক ন্যূনতম দুই লিটার হতে হয়।			
শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ।	১। শৌচাগারের সংখ্যা: ধারা ৫৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে নিম্ন্ বর্ণিত সংখ্যক শৌচাগারের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে, যথাঃ (ক) মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে, প্রথম ১০০ জন পর্যন্ত প্রতি ২৫ জনের জন্য একটি করে এবং পরবর্তী প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে। (খ) পুরুষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে, প্রথম ১০০ জন পর্যন্ত প্রতি ৪০ জনের জন্য একটি করে এবং পরবর্তী প্রতি ৬০ জনের জন্য একটি করে। ব্যাখ্যাঃ প্রয়োজনীয় শৌচাগারের সংখ্যা হিসাব করিবার ক্ষেত্রে ২৫, ৪০, ৫০ এবং ৬০ জনের কমসংখ্যক শ্রমিককে যথাক্রমে ২৫, ৪০, ৫০ এবং ৬০ বলে ধরা হয়। ২। প্রক্ষালণ কক্ষঃ (ক) পুরুষ শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য ন্যূনতম ১০০ জনের জন্য একটি করে প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। ৩। শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের অবস্থানঃ শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য, যথা (ক) প্রতিষ্ঠান বা কারখানার মধ্যে শ্রমিকরা সহজে আসা-যাওয়া করতে পারে এবং দুর্গন্ধ যাতে কোন কাজের ঘরে না আসে, এইরূপ জায়গায় শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। (খ) শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষে পর্যাপ্ত আলো এবং	ম্যানেজার-এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, এজিএম-প্রশাসন, ম্যানেজার-ক্লিনিং ও প্লাম্বিং ইনচার্জ ।	কর্মকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।

	প্রয়োজনীয় বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। (গ) মহিলা ও পুরুষ এর জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রত্যেকটির প্রবেশ দ্বারে চিহ্ন দিয়ে বা বাংলা ভাষায় সাইন বোর্ড টানিয়ে ইহা পুরুষদের না মহিলাদের শৌচাগার তা নির্দেশ করা আছে। (ঘ) পুরুষ শ্রমিকরা যেখানে কাজ করে থাকেন বা চলাচল করে থাকেন সেখান হতে যাতে দেখা না যায় এমন জায়গায় মহিলাদের জন্য শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। (ঙ) মহিলাদের জন্য নির্ধারিত প্রত্যেক শৌচাগারের অভ্যন্তরে একটি করে ঢাকনাওয়ালা আবর্জনা বাক্স রাখা হয় এবং উহা প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়। চ। শৌচাগার ও প্রক্ষালণ কক্ষগুলোতে সার্বক্ষনিক পানি, সাবান ও স্যান্ডেল এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (ঘ) শৌচাগার ও প্রক্ষালণ কক্ষগুলো জীবাণুনাশক ও পরিষ্কারক ব্যবহারের মাধ্যেমে সব সময় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখা হয়।			
আবর্জনা বাক্স ও পিকদানি	১। ধারা ৬০ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে- (ক) প্রতি ১০০ জন শ্রমিকের জন্য অন্তত একটি করে পৃথক আবর্জনা ও পিকদানি বাক্স রাখা আছে। (খ) পিকদানি বালু ভর্তি রাখা আছে এবং উহার উপরে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া আছে। (গ) পিকদানিগুলো প্রতি ৭ দিন অন্তর একবার খালি করে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা হয়। দৈনিক অন্তত একবার উপরের এক স্তর বালি অপসারণ করে পরিষ্কার করা হয়। (ঘ) আবর্জনা বাক্স প্লাস্টিকের তৈরি ও ঢাকনাসহ আছে এবং এতে প্রতিদিন জমাকৃত আবর্জনা অপসারণ করা হয় ও উভয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। (ঙ) উক্ত পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স কর্মকক্ষের দরজার সন্নিকটে স্থাপন করা আছে এবং এটি এমনভাবে স্থাপন করা আছে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায় ও ময়লা আবর্জনা চোখে না পড়ে। ২। কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স ব্যতীত অন্য কোথাও থু থু বা আবর্জনা ফেলবে না এবং এই বিধান সম্পর্কে নোটিস কারখানার ভিতরে উপযুক্ত স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে টাঙ্গায়ে রাখা আছে।	ম্যানেজার-এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, এজিএম-প্রশাসন, ম্যানেজার-ক্লিনিং ও প্লাম্বিং ইনচার্জ ।	কর্মকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।

মেডিকেল সুবিধা।	আল মুসলিম গ্রুপে কর্মরত শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় মেডিকেল সেন্টার, প্রতিটি ফ্লোরে মেডিকেল রুম,এম বি বি এস ডাক্তার, নার্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসক রয়েছে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বা রোগের ধরণ ও জটিলতা বিবেচনায় উন্নত চিকিৎসার জন্য এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা আছে। কর্মঘন্টা চলাকালীণ সময় কারখানায় কর্মরত ডাক্তার/ নার্সগণ শ্রমিকদের শারীরিক সুস্থতা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । কারখানায় সাধারন কর্মঘন্টা এবং ওভারটাইম চলাকালীণ সময় মেডিকেল রুম খোলা রাখা হয় এবং মেডিকেল সুবিধা প্রদান করা হয়। মেডিকেল স্টোরে সংরক্ষিত ঔষুধ তালাবদ্ধ থাকে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট চাবি সংরক্ষিত থাকে । সকল ধরনের মেডিকেল রিপোর্ট ১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। শ্রমিকগণ তাদের প্রয়োজনে যে কোন সময় মেডিকেল রুমে গিয়ে চিকিৎসা সেবা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনরুপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় না। অত্র কারখানায় কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুবিধা পেয়ে থাকেন। কোন শ্রমিক গোপনীয় কোন রোগ বা ব্যধিতে আক্রান্ত হলে মেডিকেল বিভাগ তার রোগের তথ্য উপাত্ত গোপন রাখেন। তার রোগের তথ্য সকলের নিকট প্রকাশ করেন। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি পেশাগত ব্যধিতে আক্রান্ত হয় বা দূর্ঘটনায় পতিত হয় তাহলে তাকে কারখানার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হবে। কারখানায় কর্মরত চিকিৎসক পেশাগত ব্যাধি বা দূর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় চিকিৎসার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিকে কোম্পানীর এ্যাম্বুলেন্সে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে শ্রমিকের যদি এক্স রে ও ফিজিক্যাল থেরাপি করার প্রয়োজন হয় তাহলে এক্স রে, ফিজিক্যাল থেরাপি, অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং যাবতীয় চিকিৎসা বাবদ অর্থ প্রতিষ্ঠানের মালিক পরিশোধ করেন।	সিনিয়র ম্যানেজার/ ম্যানেজার-এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স এবং মেডিকেল অফিসার।	তাৎক্ষনিক ভাবে।	প্রযোজ্য নয়।

	হাসপাতাল/ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে চিকিৎসা বাবদ অর্থ গ্রহণ করেন না। ঊাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা ২০১৫ (সংশোধনী ২০২২) এর বিধি ৭৭ এর উপবিধি (১) অনুসারে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ তিন শিফটে কাজ করলে রাতের শিফটে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরিবর্তে একজন ডিপ্লোমা সনদধারী মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট থাকবে।			
দীর্ঘ মেয়াদী রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের প্রতি করণীয়	যে সকল এরিয়া বা সেকশনে কাজ করলে শ্রমিকদের সাংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি নিয়োগের সময় মালিকের খরচে একজন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে উক্ত কাজের জন্য তার সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র ফরম ২৬ অনুযায়ী পূরণ করা হয়। নিয়োগের সময় উপরোক্ত এরিয়া বা সেকশনে কোন শ্রমিক কাজের জন্য অনুপযুক্ত বলে প্রতিয়মান হলে তাকে উক্ত কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য যে, খাদ্য ও পানির ওয়েষ্ট বিনে কেমিক্যাল ঢেলে দেওয়া বা রাখা হয় না। কোন শ্রমিক হেপাটাইটিস, এইচ আই ভি, এইডস,ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হলে এবং চিকিৎসা প্রদানের পর সুস্থ হলে তার প্রতি কোনরুপ বৈষম্যমূলক আচরণ বা চাকুরীচ্যুত করা হয় না। রোগীর অবস্থা বিবেচনায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হাসাপাতাল বা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। কোন কর্মী সংক্রমণ রোগ বা অসুস্থ্যতার কারণে যদি কাজে অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ হওয়ার পর পূনরায় কাজে যোগদান করতে পারবে।			
প্রাথমিক চিকিৎসা।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৮৯, উপধারা (২) অনুযায়ী ফ্যাক্টরীতে প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য একটি করে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স এবং প্রতিটি বক্সে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ অঅছে। প্রতিটি ফার্স্ট এইড বাক্সে উল্লেখিত ঔষধ পত্রের সাথে তাদের ব্যবহার বিধি লেখা আছে। প্রতিটি বাক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসায় পারদর্শী কমপক্ষে ২ জন শ্রমিকের নাম ও ছবি	কারখানায় কর্মরত প্রাথমিক চিকিৎসক।	কর্মকালীণ সময় তাৎক্ষনিক ভাবে।	প্রযোজ্য নয়।

	বাক্সের উপরে/সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শিত আছে। ফ্যাক্টরীতে যে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে।			
বিপজ্জনক ও শারীরিক ঝুঁকিপূর্ণ চালনায় নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৭৯ মোতাবেক, অত্র প্রতিষ্ঠানের যে সকল সেকশনে কর্ম পরিচালনায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সাংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্নিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। ক. কোন কোন পরিচালনা এবং কোন এরিয়া/সেকশন ঝুঁকিপূর্ণ তা ঘোষণা করা হয়। খ. এসব এরিয়ায় মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। গ. উক্ত কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত বলে প্রতিয়মান হয় নাই এ রকম কোন ব্যক্তিকে এতে নিয়োগ করা হয়না। ঘ. উক্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বা উহার আশে পাশে কর্মরত ব্যক্তিগণের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঙ. ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে নোটিশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার নোটিশ জারি করা হয়। সাংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে এসব এরিয়া বা সেকশনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়োগের সময় মালিকের খরচে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং উক্ত কাজের জন্য তার সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র ফরম ২৬ অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। সাংঘাতিক শারীরিক জখম,বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে এরুপ সকল সেকশনে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের নিয়োগের সময় এবং বছরে অন্তত একবার রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে উক্ত কাজের জন্য তার সক্ষমতার প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করা হয়। সাংঘাতিক শারীরিক জখম,বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে এরুপ সেকশনের নাম নিম্নরুপ ঃ ১. কুক ২. ক্লিনার ৩. শিশু পরিচর্যাকারী ৪.অফিস বয় ৫. বয়লার অপারেটর ৬. জেনারেটর অপারেটর ৭.এসিড ওয়াশ সেকশনে কর্মরত সকলে ৮. ড্রসটিং সেকশনে কর্মরত সকলে ৯. পি পি সেকশনে	ম্যানেজার - এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স এবং মেডিকেল অফিসার।	তাৎক্ষনিক ভাবে।	প্রযোজ্য নয়।

	কর্মরত সকলে ১০. কেমিক্যাল সেকশনে কর্মরত সকলে ১১.স্পট ক্লিনিং অপারেটর ১২. ইটিপি সেকশনে কর্মরত সকলে ১৩. ইলেকট্রিশিয়ান সহ অন্যান্য (যে সকল সেকশনে কর্ম পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মীদের সাংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে) সেকশন।			
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ৭৮ মোতাবেক, অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে ৪ (চার) জন রেজিষ্টার্ড মেডিকেল অফিসার এবং প্রতিটি মেডিকেল অফিসারের সহযোগী হিসেবে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও একজন যোগ্যতা সম্পন্ন ড্রেসার রয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একাধিক মেডিকেল সহকারী কর্মরত রয়েছে।	মেডিকেল অফিসার	কর্মকালীণ সময় তাৎক্ষনিক ভাবে।	প্রযোজ্য নয়
ভবন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোর নিরাপত্তা।	১. যদি কোন শ্রম পরিদর্শকের নিকট প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা এর কোন অংশ অথবা এর কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বা ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এমন অবস্থায় আছে যে, ইহা মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, তাহলে তিনি মালিককে লিখিত আদেশ জারি করে, উহাতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন উহা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারেন। ২. যদি কোন শ্রম পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ বা উহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বা ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এর ব্যবহার মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য আশু বিপজ্জনক, তাহলে তিনি মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারি করে উহা যথাযথভাবে মেরামত বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের কোন দেয়াল, চিমনি, সেতু, সুড়ঙ্গ, রাস্তা, গ্যালারী, সিঁড়ি, র‍্যাম্প, মেঁঝে, প্লাটফরম, মাচা বা বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতির যানবাহন	কমিটির সদস্যবৃন্দ	সর্বদা	প্রযোজ্য নয়।

	চালানোর রাস্তা বা অন্য কোন কাঠামো, উহা স্থায়ী বা অস্থায়ী যে রকমই হোক না কেন বিবেচনায় আনবেন বা অন্য কোন কাঠামো, উহা স্থায়ী বা অস্থায়ী যে রকমই হোক না কেন বিবেচনায় আনবেন যেন ইহা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক না হয়।			
অগ্নি নিরাপত্তা	স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসারে অত্র প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তার লক্ষ্যে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র, জরুরী নির্গমন পথ উন্মুক্ত রাখা,জরুরী নির্গমন বাতি, আগুন লাগলে ফায়ার এলার্ম ও গং বেল বাজানো, প্রতি তিন মাসে অন্তত ১ বার ফায়ার ড্রিল এর ব্যবস্থা করা, বর্হিগমন পথ ও লেনগুলো লাল রং দিয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে। এছাড়া সিঁড়ির ব্যবস্থা ও হ্যান্ড রেইলযুক্ত সিঁড়ি,গ্রীল বিহিন জানালার ব্যবস্থা, ইভাকুয়েশন প্লান, অগ্নি নির্বাপণ, জরুরী উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা দল, অগ্নি নির্বাপণী পরিকল্পনা প্রস্তুত ও জলাধারের ব্যবস্থা রয়েছে।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা	১। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন এবং সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যথাযথ আকৃতির এবং পর্যাপ্ত শক্তি সম্পন্ন আছে এবং এমনভাবে নির্মিত, সংরক্ষিত ও কার্যকর আছে যাতে উহা কোন ব্যক্তির দৈহিক ঝুঁকির কারণ না হয়। ২। কারখানা বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যাবার পূর্বে বা ব্যবসা বা সেবা চালু করার পূর্বে অবশ্যই বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এর উপযুক্ততা সনদ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে। ৩। কারখানার যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ রয়েছে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেখানে এমন স্বয়ংক্রিয় কারিগরি কৌশল স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে কোন প্রকার বৈদ্যুতিক বা অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনা ঘটলে যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অচল হয়ে যায়। ৪। কারিগরি কৌশল স্থাপনের ব্যাপারে পরিদর্শক নিশ্চিত হলে তিনি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে গৃহীত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনার সময় উক্ত কারিগরি কৌশলটি বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়। ৫। প্রতিটি বহনযোগ্য হাত-বাতি অবশ্যই	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

লক আউট ও ট্যাগ আউট পদ্ধতি অনুসরণ	অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত হাতল সংযুক্ত এবং উহার বাল্বটি অবশ্যই ল্যাম্পধারকের ধাতব অংশ হতে বিযুক্তভাবে ভেতরে খাঁচার মধ্যে রাখা আছে। ৬। বাস্তবসম্মত বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি নমনীয়ভাবে এবং সরবরাহ লাইনের মধ্যবর্তী সংযোগ যথাযথভাবে ডিজাইন করে থ্রিপিন প্লাগ ও সুইচ সমেত সকেট সংযুক্ত রাখা আছে। যাতে ভুল অন্তঃপ্রবেশ সম্ভব না হয়। ৭। সকল বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ও সুইচ বোর্ডসমূহ বিদ্যুত অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা 'কনসিল ওয়ারিং' এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ৮। নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রতি ১২ (বারো) মাসে অন্তত একবার অথবা সার্টিফিকেটে প্রদত্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে একজন উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওয়্যারিং পরিদর্শক বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাংগ আর্থিং (earthing) ও ওয়্যারিং (wiring) পরীক্ষা করে ফলাফলসহ প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করা হয়। ৯। বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় না। ১০। ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ধরন, পরিকল্পনা এবং কারখানার যে কোন অংশে যেখানে দহনযোগ্য বা বিস্ফোরক মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় বা জমা রাখা হয় সেই অংশের বৈদ্যুতিক তারের লাইন লাগানোর ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শককে অবহিত করা হয়। যখন বৈদ্যুতিক বা তাপ উৎপাদিত সরঞ্জাম এর মেরামত কাজ চলবে তখন অবশ্যই লক আউট ও ট্যাগ আউট পদ্ধতি অনুসরণ করে উহা তালাবদ্ধ বা সীলগালা করা হয়।			
যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চলাচলের রাস্তা	প্রতিষ্ঠানের কোন স্থানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেয়াল হতে যন্ত্রের দূরত্ব কমপক্ষে ১ মিটার এবং স্থাপিত যন্ত্র বা যন্ত্রসারির পাশে কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা আছে। তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমানে চলমান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা না থাকলে দেয়াল হতে যন্ত্রপাতির দূরত্ব এবং চলাচলের রাস্তা ন্যূনতম ০.৭৫ মিটার রাখা হয়।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ক্রেন,হয়েস্ট,লিফট, কপিকল এবং অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৬৮ ও ৬৯ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা,২০১৫ সম্পূর্ণরুপে অনুসরণ করা হয়।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
প্রেসার প্ল্যান্ট	ধারা ৭১ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতির কোন অংশস্বাভাবিক বায়ু চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে পরিচালিত হয়, সেক্ষেত্রে যেন তা নিরাপদ চাপ অতিক্রম না করে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
অতিরিক্ত ওজন	প্রতিষ্টানে কোন শ্রমিককে,তার ক্ষতি হতে পারে এমন কোন ভারী জিনিস উত্তোলন, বহন অথবা নাড়াচাড়া করতে দেওয়া হয় না।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি	ধারা ৭০(৩) অনুসারে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা রয়েছে।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
চোখের নিরাপত্তা	১। নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন হয় এইরূপ প্রত্যেক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য যথোপযুক্ত সেইফটি চশমা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হ্যান্ড শিল্ড এবং উহার আশেপাশে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য কার্যকরভাবে কালো কাপড়ের বা বোর্ডের পর্দার ব্যবস্থা করা আছে। (ক) যান্ত্রিক শক্তিতে চালিত ঘূর্ণায়মান চাকা বা চাকতিতে শুকনো চূর্ণকরণ কাজে ধাতু বা ধাতব পদার্থ হাতের সাহায্যে প্রয়োগ এবং শুকনো অবস্থায় ঢালাই লোহা বা অলৌহজাত ধাতু বা অনুরূপ ধাতব বা লৌহজাত পদার্থ পাক দেওয়ার কাজ । তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে যথাযথ নিপুণতার জন্য পর্দা বা চশমা বিশেষ অসুবিধাজনক সেই ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে চশমার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (খ) বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং আর্ক ওয়েল্ডিং এবং অক্সি এসিটিলিন বা এই ধরনের প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতু ঝালাই, কাটার প্রক্রিয়া বা রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার এবং (গ) ঠাণ্ডা রিভিট বা বল্টু কাটা বা বিন্যস্ত করা, হস্তচালিত যন্ত্রপাতি বা অন্য বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি দ্বারা পাথর, কংক্রিট খণ্ড বা অনুরূপ বস্তু ফালি করা, পাত করা, ছাঁটা এবং ভাঙ্গা বা মসৃণ	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

	করার কাজ। ২। উক্তরূপ কাজ ব্যতীত যে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে চোখে আঘাত লাগার বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই কার্যকর মেশিন গার্ড বা চোখের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এরূপ চশমা ব্যবহার করা হয়।			
বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।	১। কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারেন এবং সেস্থান হতে এমন বিপজ্জনক ধোঁয়া উদগত হতে পারে যা কোন ব্যক্তির পক্ষে ঝুঁকির কারণ হয় এমন প্রত্যেক আঁধার, কূপ, গর্ত, সুড়ঙ্গ পথ বা অন্য আবদ্ধ স্থান, আয়তাকার এবং ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার ম্যানহোল সজ্জিত রাখা হয় এবং উহা (ক) আয়তাকার বা ডিম্বাকৃতি হলে দৈর্ঘ্যে ৪০.৬৫ সেন্টি মিটার এবং প্রস্থে ৩০.৫০ সেন্টি মিটারের কম হয় না। (খ) গোলাকার হলে উহার ব্যাস ৪০.৬৫ সেন্টি মিটারের কম হয় না। (গ) অক্সিজেনের মাত্রা ১৯ শতাংশের কম বাতাস বিশিষ্ট হয় না। (ঘ) পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকা বা পানি প্রবেশের ঝুঁকিমুক্ত হয়। (ঙ) সহজে উঠা নামার জন্য প্রবেশমুখ হতে তলা পর্যন্ত স্থায়ী গাঁথুনির মইয়ের ব্যবস্থা সমৃদ্ধ হয়। (২) ধারা ৭৭ এ উল্লিখিত 'উপযুক্ত ব্যক্তি' বলিতে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের এতদবিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝায় এবং সরকার কর্তৃক ফরম-৩০ অনুযায়ী ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
অতিরিক্ত ভীড়।	কর্মস্থলে যাতে পেশাগত স্বাস্থ্যহানি না হয় অথবা ঠাসাঠাসি করে কাজ না করতে হয় সে লক্ষ্যে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কর্মকক্ষে ৯.৫ ঘন মিটার জায়গার ব্যবস্থা রয়েছে।	কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
পান করার পানি, চিকিৎসা সেবা, বিশ্রামাগার ও টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা।	পান করার পানি, চিকিৎসা সেবা, বিশ্রামাগার ও টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় না। শ্রমিকগণ মুক্ত ও স্বাধীনভাবে কর্মকালীণ সময় প্রয়োজন অনুসারে এসব বিষয়ে সুবিধাদি ভোগ করতে পারে।	বিভাগীয় প্রধান-এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, সিনিয়র জি এম/জি এম/ এ জি এম-প্রশাসন ও সেকশন প্রধান।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।

শ্রমিকদের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা-৭৮(ক) অনুযায়ী শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতীত কর্মে নিয়োগ করা হয় না। এ বিষয়ে একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করা হয়। অত্র কোম্পানী নিজ খরচে শ্রমিকদের পি পি ই সরবরাহ করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, শ্রমিকের দৈহিক ক্ষতি অথবা জখমের আশংকা রয়েছে এইরূপ স্থানে বা কাজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা উপকরণ যেমন-সেইফটি স্যুজ, হেলমেট, গগলস, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, ইয়ার মাফ ও ইয়ার প্লাগ, কোমর বন্দ, এপ্রোন, প্রভৃতিসহ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ ও উক্ত সামগ্রী ব্যবহারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহের পর উহা ব্যবহার করা না হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ দায়ী থাকেন। কর্মরত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মীকে কাজের ঝুঁকি বিবেচনায় উপযুক্ত পি পি ই ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।	এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা।	সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপদভাবে করা হয়। কোথাও কোন খোলা তার, ইন্সুলেশন টেপযুক্ত তার নেই। কোথাও কোন বাতি ফিউজ হলে তা সাথে সাথে বদলানো হয় যেন আলোর স্বল্পতা না হয়। মেইন সুইচ বোর্ডগুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো সব সময় Accessible (সুগম) রাখা হয় যেন প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে কেউ বাঁধাপ্রাপ্ত না হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা-৬৩ অনুযায়ী গতিসম্পন্ন থাকার সময় এবং ব্যবহারের সময় কারখানার যন্ত্রপাতিসমূহ পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা মজবুতভাবে ঘিরে রাখা হয়।	এ জি এম/ ম্যানেজার-ইলেকট্রিক্যাল।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।
পাওয়ার, মটর ও ভিহিকল প্রসঙ্গে।	প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পাওয়ার মটর ও ভিহিকল বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রমবিধিমালা ২০১৫ অনুসরন করে পরিচালনা করা হয়।	কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মকালীণ সময়	প্রযোজ্য নয়।
মেটারিয়াল হ্যান্ডেলিং ও স্টোরেজ	অত্র প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত সকল ধরনের মেটারিয়াল সঠিকভাবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় এবং যথাযথভাবে স্টোরেজ করা হয়।	কমিটির সদস্যবৃন্দ ও সেকশন প্রধান।	কর্মকালীণ সময়	প্রযোজ্য নয়
পানি উত্তোলন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা	পুরাতন এক্সেসরিজ ভবনের নীচে ২৫ লক্ষ লিটার পানি সংরক্ষণের জন্য টাংকি প্রতিস্থাপিত আছে। উক্ত স্থান থেকে পানি অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল	কমিটির সদস্যবৃন্দ	কর্মকালীণ সময়	প্রযোজ্য নয়

	এরিয়ায় সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া উক্ত স্থান থেকে পানি এ কে এম নীট ওয়্যার লিঃ এর মূল ভবনের ছাদে প্রতিস্থাপিত ২টি ট্যাংকিতে যথাক্রমে ৬ লক্ষ লিটার করে মোট ১২ লক্ষ লিটার পানি সবসময় সংরক্ষণ করে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে,অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রতিস্থাপিত submersible water pump এর সাহায্যে উক্ত স্থানের ভূগর্ভস্থ থেকে পানি উত্তোলণ করা হয়।			
কন্ট্রাকটর সেইফটি প্রসঙ্গে।	কন্ট্রাকটর সেইফটি নিশ্চিককল্পে শ্রমিকদের পি পি ই ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। তাদের অবশ্যই সেইফটি বেল্ট, হেলমেট, হ্যান্ড গ্লোভ্স এবং মাস্ক ব্যবহার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পি পি ই ব্যবহার করে কাজ পরিচালনা করেন।	কমিটির সদস্যবৃন্দ	কর্মকালীণ সময়	প্রযোজ্য নয়
বিভিন্ন ষ্টোর।	ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত ফেব্রিক্স এবং Accessories Store সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখতে হবে। ষ্টোরে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে। ষ্টোরের র‌্যাক বেশী উঁচু যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ষ্টোরে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকে না।	জিএম/এজিএম-প্রশাসন এবং ম্যানেজার- ষ্টোর।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	প্রযোজ্য নয়।
মেঝে, সিঁড়ি ও প্রবেশ পথ।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৭২ অনুযায়ী কারখানায় মেঝে, সিঁড়ি এবং চলাচলের পথ মজবুত করে নির্মাণ এবং সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কখনও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সিঁড়ি ও চলাচল পথে উপযুক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শ্রমিকগণ যেসব জায়গায় কাজ করে থাকেন সেসব জায়গায় নিরাপদে প্রবেশের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	বিভাগীয় প্রধান - এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ও সিনিয়র জি এম/ জিএম/ এজিএম-প্রশাসন।	কর্মঘন্টা চলাকালীন সময়ে।	তাৎক্ষনিকভাবে
শ্রমিক/কর্মচারীদের আস্তানা নির্মাণ।	কারখানার ডর্মেটরি বা আস্তানা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হবে। ডর্মেটরি বা আস্তানা কর্মক্ষেত্রের বাইরে নিরাপদ স্থানে অবস্থিত।	কমিটির সদস্যবৃন্দ।	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।
কেমিক্যাল ষ্টোর।	অত্র প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবহৃত কেমিক্যাল অবশ্যই কর্মক্ষেত্রের বাইরে এবং ডর্মেটরি এরিয়ার থেকে দূরে গুদামজাতের ব্যবস্থা করা আছে।	কমিটির সদস্যবৃন্দ।	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।
রান্নাঘর,বাথরুম ও ডর্মিটরি এরিয়া নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।	রান্নাঘর,বাথরুম ও ডর্মিটরি এরিয়া নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।	ক্লিনারগণ।	প্রতিদিন নিয়মিতভাবে।	প্রযোজ্য নয়।
কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরুপণ ও সমাধান।	কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে কর্মসংক্রান্ত যে কোন ধরনের ঝুঁকির সম্ভবনা আছে কিনা তা নিরুপণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া হট ওয়ার্ক এর জন্য	কমিটির সদস্যবৃন্দ	নিয়মিতভাবে	তাৎক্ষনিকভাবে

	বাধ্যতামূলকভাবে ঝুঁকি নিরুপণ করা হয় এবং উক্ত এরিয়ায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।			
বিস্ফোরক ও দাহ্য বস্তু সংরক্ষণ	অগ্নি বা অন্য যেকোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থ এমএসডিএস ডাটা শীট এবং এতে নির্দেশিত কারিগরি নির্দেশনা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কেমিক্যাল আলাদা আলাদা স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি রাখা হয়।	কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত ই.সি.আর, কেমিক্যাল ষ্টোর ম্যানেজার, ম্যানেজার - প্রশাসন	কেমিক্যাল সংরক্ষণের সময়।	প্রযোজ্য নয়
ঝুঁকিপূর্ণ এরিয়ায় অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম নিশ্চিতকরণ।	কারখানায় প্রজ্জলিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং তাপ উৎপাদিত সরঞ্জাম তৈরি এলাকায় অবশ্যই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রয়েছে।	ফায়ার সেফটি অফিসার	নিয়মিতভাবে	তাৎক্ষনিকভাবে
শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।	অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে সকল শ্রমিক দাঁড়িয়ে কাজ করে তাদের কর্ম এরিয়ার পাশে বসার জন্য স্থান নির্ধারণ করা আছে। একত্রে যাতে কয়েকজন শ্রমিক বসতে পারে এরুপ ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও দাঁড়িয়ে যারা কাজ করে তাদের মাঝে মাঝে বসার জন্য পাশে টুল বা চেয়ার রয়েছে। তারা যে কোন সময় সেখানে বসতে পারে। এছাড়া প্রতিটি অপারেটর ব্যাক রেইস চেয়ারে বসে মেশিন পরিচালনা করে থাকে। মালামাল বহন করা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া এবং আনা বা উঠানামা করার কাজে লোডারদের অধিক পরিশ্রমের কাজ সুনিদ্দিষ্টভাবে একজনকে দিয়ে না করিয়ে পর্যায়ক্রমে কর্তব্যরত সকলেই করে থাকে। এতে যে কোন কাজ সকলে মিলে সহজেই সম্পন্ন করতে পারে। কারখানার কোথায়ও কোন মেশিন বা প্রসেস থেকে বিকির্ণ তাপ উদগিরণ হলে সেক্ষেত্রে শ্রমিকগণ স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য আত্নরক্ষামূলক (শিলড) ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের জন্য যথেষ্ঠ বিরতি/বিশ্রাম এর ব্যবস্থা রয়েছে। মেডিকেল টিম সময়ে সময়ে ফ্লোর পর্যবেক্ষণ করে উক্ত এরিয়ায় কর্মরত শ্রমিকদের ফলোআপ করে থাকেন। High Bolleg এরিয়ায় কোন দ্রব্য সামগ্রী ও মালামাল সংরক্ষণ করা হয় না এবং অননুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত উক্ত এরিয়ায় সকলের প্রবেশ নিষেধ।	কমিটির সদস্যবৃন্দ	কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায়	প্রযোজ্য নয়।
মেশিন সেইফটি প্রসঙ্গে।	কারখানায় কাটিং সেকশন, সুইং সেকশন এবং ফিনিশিং সেকশনের উৎপাদন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মেকানিক্সদের প্রত্যেকটি মেশিনের	মেইনটেন্যান্স বিভাগ ও প্রডাকশন ষ্টাফ	নিয়মিতভাবে	তাৎক্ষনিকভাবে

	মেশিনারীজ সেইফটি নিশ্চিত করা হয়। মেশিনে কোন ধরনের ক্রুটি বিচ্যুতি থাকলে কাজ শুরু করার পূর্বেই তা মেকানিক্সদের যথাযথভাবে ঠিক রাখা হয়। মেশিন পরিচালনার সময় মেশিনে কোন ধরনের ক্রুটি বিচ্যুতি পরিরক্ষিত হলে শ্রমিকদের তাৎক্ষনিকভাবে তা মেকানিক্সদের দ্বারা ঠিক করে বা সেইফটি নিশ্চিত করে অতঃপর মেশিন পরিচালনা করা হয়। কর্মক্ষেত্রে যখন নতুন কোন যন্ত্রপাতি/মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয় তখন অবশ্যই উক্ত মেশিনের ঝুঁকি নিরুপণ করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করা হয়।			
শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক যে কোন ধরনের অভিযোগ পেশ করার পন্থা ও উপায়সমূহ	কারখানার কোথায়ও শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য কাজ করার মতো পরিবেশ বা অবস্থা না থাকলে এবং শ্রমিকগণ কাজ করতে না চাইলে তাদের দিয়ে জোর করে কাজ করানো হয় না। এ বিষয়ে শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখানো বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক যে কোন ধরনের সমস্যা বা অভিযোগ নিম্ন বর্ণিত পন্থায় শ্রমিকগণ পেশ করতে পারেনঃ ১. সেইফটি কমিটিকে অবহিত করা। ২.এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগকে অবগত করা। ৩. প্রশাসন বিভাগকে জানানো। ৪. সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করা। ৫. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো। ৬.অভিযোগ ও পরামর্শ বক্সে লিখিতভাবে অভিযোগ পেশ করা। ৭. হটলাইন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে শ্রমিকগণ অভিযোগ পেশ করার জন্য যে সময় ব্যয় করেন সে সময়ের জন্য কোন অর্থ কর্তন করা হয় না।	কমিটির সদস্যবৃন্দ।	নিয়মিতভাবে	তাৎক্ষনিকভাবে
শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রতি গুরত্বারোপ করা প্রসঙ্গে।	শ্রমিকদের নিকট থেকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রাপ্ত যে কোন অভিযোগ, অনুযোগ ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়। কোন শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে কোন অভিযোগ সম্পর্কে আক্রমনাত্বক বা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা হয় না। শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করা হয়। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্ট আলোচনা ও সমন্বয় সাপেক্ষে তা সমাধান করে থাকেন। এছাড়া স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ক কার্যক্রম ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সচল রাখা হয়।	কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কোন সমস্যা বা আপত্তি উত্থাপিত হলে।	তাৎক্ষনিকভাবে
শিশু যত্নাগার	অত্র কোম্পানীতে উন্নতমানের একটি শিশু যত্নাগার	মজুরী, সুবিধা ও	কর্মকালীন	প্রযোজ্য নয়

	(ডে-কেয়ার সেন্টার) রয়েছে। এই শিশু যত্নাগারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পরিচারিকা দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৯৪ অনুযায়ী ৬ বছরের কম বয়সী শিশু এই শিশু যত্নাগারে রাখা হয়। এখানে শিশুদের মেধা বিকাশ ও বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বইপত্র ও খেলনার ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুদের মায়েরা শিশু যত্নাগার কক্ষে তাদের সন্তানদের দুগ্ধপান করানোর জন্য এলে যে সময় ব্যয় হয় সে সময়ের জন্য বেতন থেকে কোনরুপ অর্থ কর্তণ করা হয় না।	ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ।	সময়ে।	
প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা	অত্র কোম্পানীতে প্রত্যেকটি ফ্লোরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স রয়েছে। প্রতিটি বক্সের জন্য ০২ (দুই) জন করে প্রশিক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসক আছে। কর্মরত শ্রমিকদের এ সকল প্রশিক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ফ্লোরে প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ এবং একাধিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্স কর্মরত আছে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ৭৮ মোতাবেক, অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে ৪ (চার) জন রেজিষ্টার্ড মেডিকেল অফিসার এবং প্রতিটি মেডিকেল অফিসারের সহযোগী হিসেবে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও একজন যোগ্যতা সম্পন্ন ড্রেসার রয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একাধিক মেডিকেল সহকারী কর্মরত রয়েছে।	বিভাগীয় প্রধান- এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, এ জি এম - প্রশাসন ও মেডিকেল অফিসার।	কর্মকালীন সময়ে	তাৎক্ষনিক ভাবে
কারখানার সর্বত্র স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেকলিষ্ট প্রস্তত করে নিয়মিতভাবে চেক করা প্রসঙ্গে।	কারখানার সকল সেকশনের সকল স্থানে শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে চেকলিষ্ট প্রস্তত করা হয়েছে। চেকলিষ্ট অনুসারে কারখানার সকল স্থান চেক করে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা সমাধান করা হয়। **<u>ফার্স্ট এইড বক্সঃ</u>** ১. ফাস্ট এইডারের ছবি ও সার্টিফিকেট আছে কী? ২. ফাস্ট এইড বক্সে তালিকা ভূক্ত সকল সরঞ্জাম আছে কী? ৩. ফাস্ট এইড বক্স পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কী? ৪. ঔষধের মেয়াদ আছে কি? ইনজুরি রেজিষ্টার আপডেট আছে কী? ৫. চেকলিস্ট আছে কি এবং সেখানে ফাস্ট এইডার ও নার্স এর স্বাক্ষর আছে কী? ৬. ফাস্ট এইড বক্সে ফাস্ট এইড লিফলেট আছে কী? ৭. ফাস্ট এইড বক্সে জরুরী নাম্বার আছে কী?	এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের সদস্যবৃন্দ।	কর্মঘন্টা চলাকালীণ সময়	প্রযোজ্য নয়।

	<u>পানির ফিল্টারঃ</u> ১. পান করিবার পানি লেখা আছে কী? ২. ওয়াটার টেস্ট রিপোর্ট ও রিপোর্টের মেয়াদ আছে কী? ৩. পানির ফিল্টার সচল ও পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন আছে কী ? ৪. ফিল্টারের নিচে বালতি আছে কী? ৫. বালতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কী? ৬. বালতির নীচে রাবার ম্যাট আছে কী? ৭. প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আছে কী? <u>টয়লেটঃ</u> **১. টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও ঢাকনা সহ কাভার্ড বিন আছে কী ?** **২. টয়লেট এ পর্যাপ্ত স্যান্ডেল,সাবান এবং শুকনা কাপড় আছে কী ?** **৩. টয়লেট পরিষ্কারের চেকলিস্ট আছে কী ?** **৪. অভিযোগ বক্সে তালা ও বক্স পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কী ?** **৫. অভিযোগ ও পরামর্শ পলিসি আছে কী ?** **৬. প্রতিটি টয়লেটের দরজা সঠিক অবস্থায় আছে কী ?** **৭. এগজিট লাইট সঠিক সঠিক অবস্থায় আছে কী?** **৮. টয়লেট এর পানি পান না করার নির্দেশনা লেখা আছে কী?** <u>কাটিং সেকশনঃ</u> ১. কাটিং সেকশনে সবাই মুখে মুখোশ ব্যবহার করছে কী ? ২. কাটারম্যান মেটাল হ্যান্ড গ্লোভস পরে কাজ করছে কী ? ৩. আইলস মার্ক ব্লক মুক্ত আছে কি? আইলস মার্ক স্পষ্ট ও সঠিক আছে কী ? ৪. কাটিং এরিয়া পরিস্কার ও হাউজ কিপিং ঠিক আছে কী? ৫. ফিউজিং মেশিন অপারেটর পিপিই ব্যবহার করছে কী? ৬. হিট কাটার মেশিন অপারেটর পিপিই ব্যবহার করছে কী ? ৭. স্প্রিডিং মেশিন এর সেনসর সচল আছে কী? ৮. বোতলের গায়ে অফশেড ইন্ক টোকা আছে কী ? ৯. ফিউজিং অপারেটর ব্যতিত অন্য কেউ ফিউজিং মেশিন চালাচ্ছে কী? ১০. সি কিউ আই এর পায়ের নীচে রাবার ম্যাট আছে কী? ১১.কাটার ম্যান ব্যতিত অন্য কেউ কাটার ম্যান এর কাজ করছে কী?			

	১২. এগজষ্ট ফ্যান থেকে ১ মিটার দূরত্বে মালামাল রাখা আছে কী? ১৩. কাটিং বাসবারে কোন কিছু রাখা এবং ঝুলন্ত অবস্থায় আছে কী? ১৪. মালামাল সঠিক পন্থায় যথাস্থানে সংরক্ষণ করা আছে কী ? ১৫. মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থায় কোন সমস্যা ও ত্রুটি আছে কী ? **<u>সুইং সেকশনঃ</u>** ১. শ্রমিকদের কর্মস্থল ব্লকেজ মুক্ত আছে কী ? ২. সুইং লাইনের ভেতর আইলস মার্ক ব্লক মুক্ত আছে কী? ৩. সংশ্লিষ্ট মেশিনের সেইফটি আছে কী এবং মেশিন পরিচালনাকারী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে কী? ৪. মেশিনের ক্যাবল/তার ট্রাই দিয়ে বাঁধা আছে কী? ৫. কাটার ,সিজার, টিনের প্যাটার্ণ সহ সব ধারালো সরঞ্জামাদি নন ইলাস্টিক ড্রস্টিং দিয়ে বাঁধা আছে কী ? ৬. আয়রনম্যান, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর ও সহকারী অপারেটর পায়ের নিচে রাবার ম্যাট আছে কী ? ৭. লাইন ভিত্তিক শার্প, টুলস বক্স আছে কী? ৮. লাইনে খাবার বাটি ও পানির বোতল আছে কী ? ৯. শার্প টুল্স বক্সে তালা আছে কী? ১০. আইলস মার্ক স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থায় আছে কী? ১১. সুইং সেকশনের প্রতিটি এরিয়ায় হাউজকিপিং ঠিক আছে কী? ১২. কোন সহকারী অপারেটর মেশিন চালাচ্ছে কী? ১৩. মেশিনে নিডেল গার্ড সঠিক অবস্থায় আছে কী? ১৪. মালামাল সঠিক পন্থায় যথাস্থানে সংরক্ষণ করা আছে কী ? ১৫. মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থায় কোন সমস্যা ও ত্রুটি আছে কী ? ১৬. লাইনের মধ্যে ট্রলি রাখা আছে কী? **<u>ফিনিশিং সেকশনঃ</u>** ১. বাটন মেশিন পরিচালনাকারী শ্রমিকগণ যথাযথভাবে পিপিই (চশমা, ইয়ারপ্লাগ) ব্যবহার করছে কী ? ২. স্নাপ বাটন মেশিন অটো করা আছে কী? ৩. ফিনিশিং এরিয়া ডাম্পিং মুক্ত আছে কী ? ৪. কোন ফিনিশিং সহকারী মেশিন চালাচ্ছে			

	কী? ৫. আইলস মার্ক বাঁধা মুক্ত আছে কী? ৬. শ্রমিকগণ ব্লক মুক্ত অবস্থায় কাজ করছে কী ? ৭. ৩ (তিন) মেশিনের লে-আউট এর কোন লাইন আছে কী ? ৮. স্নাপ বাটন মেশিনের নিচে ম্যাট,অপারেটর এর পায়ে স্যান্ডেল ও মেশিনের প্রয়োজনীয় সেইফটি আছে কী ? ৯. আয়রনম্যান, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর ও ফিনিশিং সহকারীর পায়ের নিচে রাবার ম্যাট আছে কী ? ১০. সিটি প্যাটে দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমিক ব্যতীত অন্য কেউ কাজ করছে কী ? ১১. সি টি প্যাট ধাতব পদার্থ মুক্ত আছে কী ? ১২. নিডেল ডিটেক্টর মেশিন সচল আছে কী ? ১৩. সিটি প্যাট এরিয়ায় শ্রমিকগণ ব্লকেজ মুক্ত আছে কী ? ১৪. থ্রেড স্যাকিন মেশিন অপারেটর পিপিই ব্যবহার করছে কী? ১৫. আইলস মার্ক স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থায় আছে কী ? ১৬. ফিনিশিং এরিয়া ও সি টি প্যাটের হাউসকিপিং ঠিক আছে কী ? ১৭. মালামাল সঠিক পন্থায় যথাস্থানে সংরক্ষণ করা আছে কী ? ১৮. মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থায় কোন সমস্যা ও ত্রুটি আছে কী ? **<u>কেমিক্যালঃ</u>** ১.কেমিক্যালে বাংলা লেবেল আছে কী? ২.কেমিক্যালের সেকেন্ডারী কন্টেইনমেন্ট আছে কী ? ৩.জি এইচ এস এর ৬ পয়েন্ট অনুযায়ী কেমিক্যালের লেবেল আছে কী ? ৪. ফ্লোরে স্যাম্পল কেমিক্যাল আছে কী ? ৫. বাংলা S D S আছে কী ? ৬. বাংলা S D S দৃষ্টিলব্ধ সীমানায় পর্যাপ্ত আছে কী ? ৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে কী? ৮.কেমিক্যাল ব্যবহারকারীগণ পি পি ই ব্যবহার করেছে কী ? ৯.কেমিক্যাল স্টোরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে কী ? ১০.সকল কেমিক্যাল Compatibility Charঃ অনুযায়ী রাখা হয়েছে কী ? ১১. FI - FO করা হয় কী ?			

	কাঁচামাল ১. কাঁচামাল ক্রয় করার আগে সাপ্লাইয়ার মূল্যায়ণ করা হয় কী? ২. আর এস এল অথবা এম আর এস এল অনুযায়ী কাঁচামাল খরিদ করা হয় কী? ৩. খরিদকৃত কাঁচামাল এর মেয়াদ উত্তীর্ণ অথবা পর্যাপ্ত মেয়াদ থাকার বিষয় চেককরা হয় কী ? **স্পট রিমুভিং রুম** ১. দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে কী? ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি পি পি ই ব্যবহার করছে কী? ৩. ক্যামিকেল ধারন পাত্র আছে কী এবং ক্যামিকেল এর বোতলে লেবেল লাগানো ৪. আছে কী? ৫. বাংলা S D S আছে কী ? ৬. কেমিক্যাল ইনভেনটরির বাইরে কোন কেমিক্যাল ফ্লোরে ব্যবহৃিত আছে কী? ৭. সেকেন্ডারী কনটেইনমেন্ট আছে কী? ৮. আইওয়াশ কার্যকর আছে কী? ৯. স্পট রিমুভিং রুমের দরজা বন্ধ আছে কী ? ১০. পি পি ই বক্স আছে কী? ১১.গর্ভবতী মহিলা স্পট রিমুভিং রুমে প্রবেশ করে কী? ১২. রুম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কী ? **আইডেল মেশিন রুমঃ** ১. মেশিনে তৈল ধারন পাত্র আছে কি? মেশিনের তৈলের বোতলের সেকেন্ডারী ২. কনটেইনার আছে কী ? ৩. এম এস ডি এস আছে কী ? ৪. মেকানিক্স রুম পরিস্কার আছে কি? ৫. হাউজ কিপিং ঠিক আছে কী? ৬. আইডেল মেশিন এরিয়ায় সংরক্ষিত কেমিক্যাল যথাযথভাবে নিয়ম মেনে রাখা ৭. আছে কী? ৮. আইডেল মেশিন নিডেল মুক্ত আছে কী? **স্টোর সেকশনঃ** ১. বায়ার ও স্টাইল ওয়াইজ বিন কার্ড আছে কি? ২. মালামাল সঠিক উচ্চতায় রাখা হয়েছে কি? ৩. হাউজ কিপিং ঠিক আছে কি? ৪. এক্সিট লাইট, ফগলাইট,এ্যারো চিহ্ন ঠিক আছে কি? ৫. স্টোরে মেটাল এক্সেসরিজ রাখার বক্স আছে কী ? ৬. **FI - FO** করা হয় কী ? ৭. আইলস বাঁধামুক্ত আছে কী?			

	ইউনিফর্ম/এ্যাপ্রোনঃ কারখানায় কর্মরত সকল শ্রমিক, স্টাফ এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ ইউনিফর্ম/এ্যাপ্রোন পরিধান করে দায়িত্ব পালন করছে কি? **অন্যান্যঃ** ঝুঁট ও ওয়েস্টেজ সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত আছে কি?			

৩.২ যোগাযোগ রুটিন (Communication Routine)ঃ

কার্যাবলী (কি)	যোগাযোগ পদ্ধতি ও মাধ্যম (কিভাবে)	কে করবেন	কখন করবেন	সময়সীমা
অভ্যন্তরীণ টিমের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়।	সভার মাধ্যমে।	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের অভ্যন্তরীণ টিম।	কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত কার্যক্রমের ঘটনা ঘটলে।	তাৎক্ষনিকভাবে।
মালিক/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ।	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) ও সিনিয়র জি এম/ জিএম/এজিএম- প্রশাসন ব্যক্তিগত মাধ্যম হিসেবে যোগাযোগ করেন।	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) ও সিনিয়র জিএম/ জিএম/ এ জি এম - প্রশাসন।	কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)।	তাৎক্ষনিকভাবে।
ফ্লোর ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ।	যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেম। প্রয়োজনে মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং পুনরায় আরও জোরদার করা হয়।	এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ,এক্সিকিউটিভ এবং ওয়েলফেয়ার অফিসার। প্রয়োজনে ম্যানেজার ও ডেপুটি ম্যানেজার- এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স যোগযোগ করেন।	কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত কার্যক্রম পরিচালনার কোন ঘটনা ঘটলে।	তাৎক্ষনিকভাবে। এছাড়াও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে এই যোগাযোগ কার্যক্রমপরিচালনা করা হয়।
কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ।	বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে অবহিত করেন। এছাড়া শ্রমিকদেরকে অবহিত করার জন্য কারখানার নোটিশ বোর্ডে এই নীতিমালা টানানো আছে।	ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এক্সিকিউটিভ, এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স সম্মিলিতভাবে কাজ করেন। মিটিং ও ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ফ্লোর ভিত্তিক ট্রেনিং রুম রয়েছে। সেখানে ৪০ থেকে ৫০ জন শ্রমিকের সমন্বয়ে সেকশন ভিত্তিক ট্রেনিং	কর্মকালীন সময়ে।	৪৫ মিনিট।

		প্রদান করা হয়।		
নতুন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ।	মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং।	ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এক্সিকিউটিভ - এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স।	নিয়োগ প্রাপ্তির পরের দিন (ছুটির দিন ব্যতীত) এক দিন।	২ ঘন্টা

৩.৩ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল রুটিন (Feedback & Control Routine)ঃ

কার্যাবলী	কার্যপদ্ধতি	কে করবেন	কখন করবেন
অভ্যন্তরীণ অডিট। (অডিট পরিচালনার ক্ষেত্রে যা ব্যবহার করা হয়) ০১. চেক লিস্ট ০২.স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা বিষয়ক প্রশ্ন।	নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে অডিট পরিচালনা করা হয়। ১. শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। ২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। ৩. নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে। ৪. চাক্ষুষ পরিদর্শনের মাধ্যমে।	ইন্টারনাল অডিট টিম।	অভ্যন্তরীণ অডিট প্রতি তিন মাসে একবার।
প্রতিবেদন পেশ।	১. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে গঠিত টীম বা কোম্পানীর মনোনীত কোন প্রতিনিধি কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিপন্থি কার্যক্রমের অস্তিত্ব থাকলে ইস্যুর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরী করেন। ২. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক সভা করেন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিপন্থি কার্যক্রমের মূল কারণ উৎঘাটন করেন। কি কারণে সমস্যা হচ্ছে তা নির্নয় করেন।	ইন্টারনাল অডিট টিম, কোম্পানীর মনোনীত কোন প্রতিনিধি।	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিপন্থি কার্যক্রম পরিচালিত হলে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ে সমস্যার সমাধান করা হয়
নিয়ন্ত্রণ।	১. কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা লজ্ঘিত কর্মকান্ডের কারণগুলি উৎঘাটন করা হয়। ২. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিপন্থি কর্মকান্ড বন্ধের বিষয়ে যে সকল প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা হয়। ৩. সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ৪. এক কথায় যখন যা করা প্রয়োজন তখন তা করার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অন্তরায় কর্মকান্ড বন্ধ করা হয়।	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ।	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিপন্থি কোন ঘটনা ঘটলে।
সংস্কার / উপসম।	এই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রয়োজন হয়, তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবর্তন আনা হয়।	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক।	প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে।

০৪.**ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন (Implementation & Communication)**ঃ ৩.১ ও ৩.২ অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে আল মুসলিম গ্রুপের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন নিশ্চিত করে থাকে।

০৫.**ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল (Feedback & Control)**ঃ ৩.৩ অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে আল মুসলিম গ্রুপের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল নিশ্চিত করে থাকে ।

Al-Muslim Group ★ Savar, Dhaka.

নীতিমালা প্রস্তুতকারকঃ
ডি জি এম, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

অনুমোদনকারীঃ
গ্রুপ নির্বাহী পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক